HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৮ : খাজনা

টপিক – ০১ সংগঠন

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: খাজনার সংজ্ঞা
টপিক ০২: অনুপার্জিত আয়
টপিক ০৩: নিম খাজনা বা উপ-খাজনা
টপিক ০৪: খাজনা ও দামের সম্পর্ক
টপিক ০৫: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

খাজনার সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

খাজনার সংজ্ঞা

ভূমিকা (Introduction): উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রথম ও মৌলিক উপাদান হলো ভূমি যা ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী ভূমির মালিককে পুরস্কার দিতে হয়। এটিই হলো জমির আয় তথা খাজনা। ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে খাজনা ধারণাটি নিয়ে বিতর্ক আছে। এ অধ্যায়ে খাজনার ধারণা, উৎপত্তি, মোট ও নিট খাজনা, খাজনা নির্ধারণ, নিম খাজনা, খাজনা ও দামের সম্পর্ক প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

খাজনার সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে খাজনা বলতে জমি, বাড়ি, দোকান, গাড়ি-এসব ব্যবহার বাবদ নির্দিষ্ট সময়ান্তে চুক্তিভিত্তিক অর্থ প্রদানকে বোঝানো হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে 'খাজনা'র অর্থ ভিন্নতর। অর্থনীতিতে খাজনা বলতে কোনো উপকরণ ব্যবহার বাবদ প্রদত্ত অর্থের সেই অংশকে বোঝায় যা উপকরণের অপূর্ণ স্থিতিস্থাপক যোগানের কারণে দেওয়া হয়।

(In economic theory, the term rent is applied to payments made for factors of production which are in imperfectly elastic supply. Ref: Stonier and Hague: A Text Book of Economic Theory. p-273) অন্যভাবে বলা যায়, "বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা হলো একটি উৎপাদনশীল উপকরণের জন্য প্রদেয় দাম, যেখানে সে উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। এর ধ্রুপদী উদাহরণ হলো জমি।" (A pure economic rent is the price paid to a productive factor that is completely inelastic in supply. Land is the classic example. -Ruffin, 647).

খাজনার সংজ্ঞা

অধ্যাপক মার্শাল খাজনাকে জমির সাথে সম্পর্কিত দেখান। তিনি, 'প্রকৃতির মুক্ত দান থেকে প্রাপ্ত আয়' (Income derived from the free gifts of nature.)-কে খাজনা হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর মতে-'ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হতে প্রাপ্ত আয়কে খাজনা বলে।' ডেভিড রিকার্ডো বলেন, "ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য ভূমি হতে উৎপাদনের যে অংশ ভূমির মালিককে দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলা হয়।" (Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the original and indestructible power of the soil.)

*অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসনের ভাষায়, “কোনো উপাদানকে যে ন্যূনতম দামে কাজে নিযুক্ত করানো যায় তা অপেক্ষা যে উদ্বৃত্ত পারিশ্রমিক পায়, তাকেই খাজনা বলে।"

ডি. স্যালভেটর (D. Salvatore) খাজনা সম্পর্কে বলেন, "Rent is a long run concept. It is the entire payment made to an input whose supply is completely fixed." অর্থাৎ "খাজনা হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদি ধারণা। এটি হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ আয় যা সম্পূর্ণভাবে স্থির উপকরণ থেকে সৃষ্ট।"

জর্জ স্টিগলার (George Stigler) বলেন, "উপাদানের সুযোগ ব্যয়ের অতিরিক্ত আয়কে খাজনা বলা হয়।"

খাজনার সংজ্ঞা

উপরের সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করে খাজনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Characteristics) নিম্নে উল্লেখ করা যায় :

প্রথমত, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যেকোনো উপকরণের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্যতার জন্য খাজনার অস্তিত্ব দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, খাজনা হলো উদ্বৃত্ত আয়। একটি উপকরণের সুযোগ ব্যয় ও প্রকৃত আয়ের ব্যবধানের ফলে এর সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, খাজনা বাজার দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়, বাজার দামকে নির্ধারণ করে না।

চতুর্থত, অবস্থানগত কারণে খাজনার পার্থক্য ঘটে এবং দেশের অর্থমূল্যে খাজনা প্রকাশিত হয়।

পঞ্চমত, উপকরণের মালিক ও ব্যবহারকারীর মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

ষষ্ঠত, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের প্রেক্ষিতে 'প্রকৃত খাজনা' (Pure rent) এবং মনুষ্য সৃষ্ট উপাদান ব্যবহারের প্রেক্ষিতে স্বল্পকালে 'নিম খাজনা' ও দীর্ঘকালে 'খাজনা' ধারণার উৎপত্তি ঘটে।

খাজনার সংজ্ঞা

খাজনা সম্পর্কে আধুনিক ভাষ্য: আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে,
খাজনা কেবল ভূমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। ভূমি ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান বা বস্তু থেকেও খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হতে পারে। কোনো উপাদান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যদি সেই উপাদানের 'ন্যূনতম দাম' অপেক্ষা বেশি হয় তখন সেই দামের ওপর যে অতিরিক্ত আয় (উদ্বৃত্ত বা Surplus) পাওয়া যায়, তাকে খাজনা বলে। আধুনিক অর্থে ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন সব ক্ষেত্রে খাজনার সৃষ্টি হতে পারে।

আলোচনা থেকে নিম্নের বিষয়গুলো উপলব্ধি করা যায়:
(ক) খাজনার ভিত্তি হলো উদ্বৃত্ত। যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার কারণে ভূমি বা অনুরূপ কোনো স্থির উপকরণের মালিক যে উদ্বৃত্ত আয় পায়, তাই খাজনা।
(খ) উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত কোনো উপকরণ তার সর্বনিম্ন যোগান দাম (minimum supply price) অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় পায়, তাকে খাজনা বলে। অর্থাৎ উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত উপাদানের সুযোগ ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত উপার্জিত অর্থকে খাজনা বলে।

খাজনার সংজ্ঞা

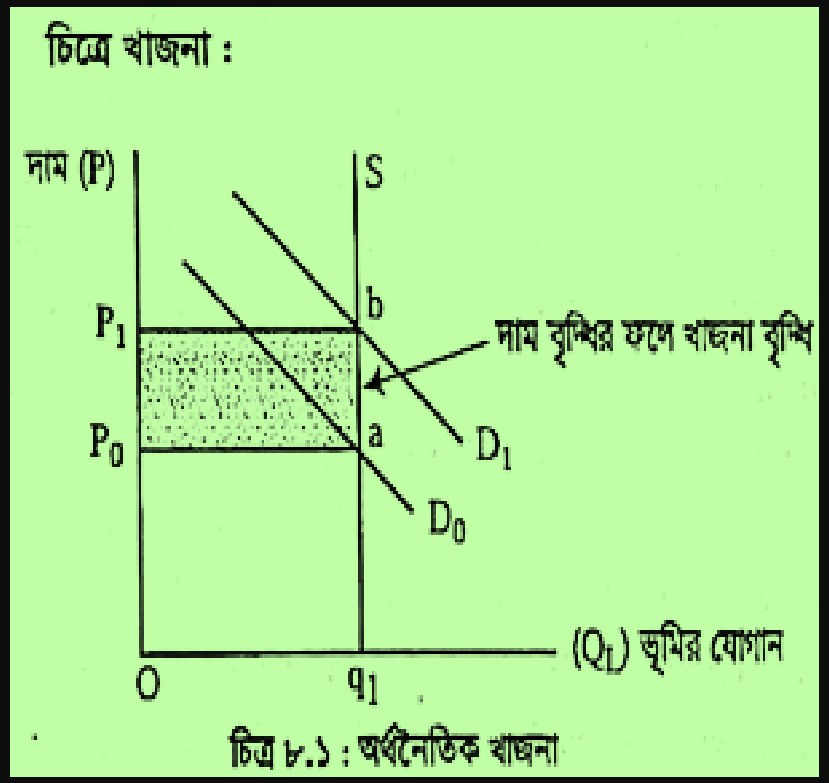

চিত্র ৮.১ : অর্থনৈতিক খাজনা

চিত্র বিশ্লেষণ:

চিত্রে জমি বা উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় যোগান রেখা q_1S1 প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ D, হলে অর্থনৈতিক খাজনা হয় $OPoaq_1$। জমি বা উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে D, হলে দাম P, এ বৃদ্ধি পাবে। তখন অর্থনৈতিক খাজনা হবে OP_1bq, 1 অতএব, জমি বা অপর কোনো উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হলে খাজনার উদ্ভব হয়। অধ্যাপক মার্শালও এভাবে খাজনাকে জমির সাথে সম্পর্কিত দেখান।

খাজনার সংজ্ঞা

খাজনা কেন দেওয়া হয়

খাজনার উৎপত্তি বা উদ্ভব সম্পর্কে অর্থনীতিবিদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন: ফরাসি ভূমিবাদী অর্থনীতিবিদগণের মতে, প্রকৃতির বদান্যতার কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। রিকার্ডোর মতে, ভূমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। আবার আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ খাজনা সম্পর্কে ভিন্ন মতামত রাখেন। খাজনার উৎপত্তি বা খাজনা প্রদানের কারণ সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকলেও কতগুলো কারণকে সুনির্দিষ্ট করা হয়, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

খাজনার সংজ্ঞা

খাজনা কেন দেওয়া হয়

১. অস্থিতিস্থাপক যোগান: প্রকৃতিতে মানুষের ব্যবহার উপযোগী কোনো উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হলে খাজনা দেখা দিতে পারে। যেমন-জমি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল, তাই এটি ব্যবহারের বিনিময়ে খাজনা দিতে হবে। রিকার্ডোর স্বল্পতাভিত্তিক খাজনা নির্ধারণের মডেল বিশ্লেষণে চাহিদা ও যোগান রেখার প্রয়োগ এখানে দেখানো হয়েছে।

চিত্রে ভূমি অক্ষে জমির পরিমাণ (L), লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ (R), SS জমির অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা এবং Do, D_1, D_2 ও D3 জমির চাহিদা রেখা নির্দেশ করে। চিত্রানুযায়ী চাহিদা রেখা Do হলে OL, পরিমাণ ভূমির চাহিদা সৃষ্টি হয়। L.S পরিমাণ জমি অব্যবহৃত থাকে, ফলে এক্ষেত্রে খাজনা দেওয়া হয় না। চাহিদা D, হলেও খাজনা শূন্য। কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে D_2 হলে খাজনা সৃষ্টি হয় OR_1, চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেয়ে D3 হলে খাজনা বৃদ্ধি পেয়ে OR_2 হয়। যেহেতু জমির যোগান স্থির, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, শস্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অধিক খাজনা দিতে হয়। অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক খাজনা বৃদ্ধি পায়।

খাজনার সংজ্ঞা

খাজনা কেন দেওয়া হয়

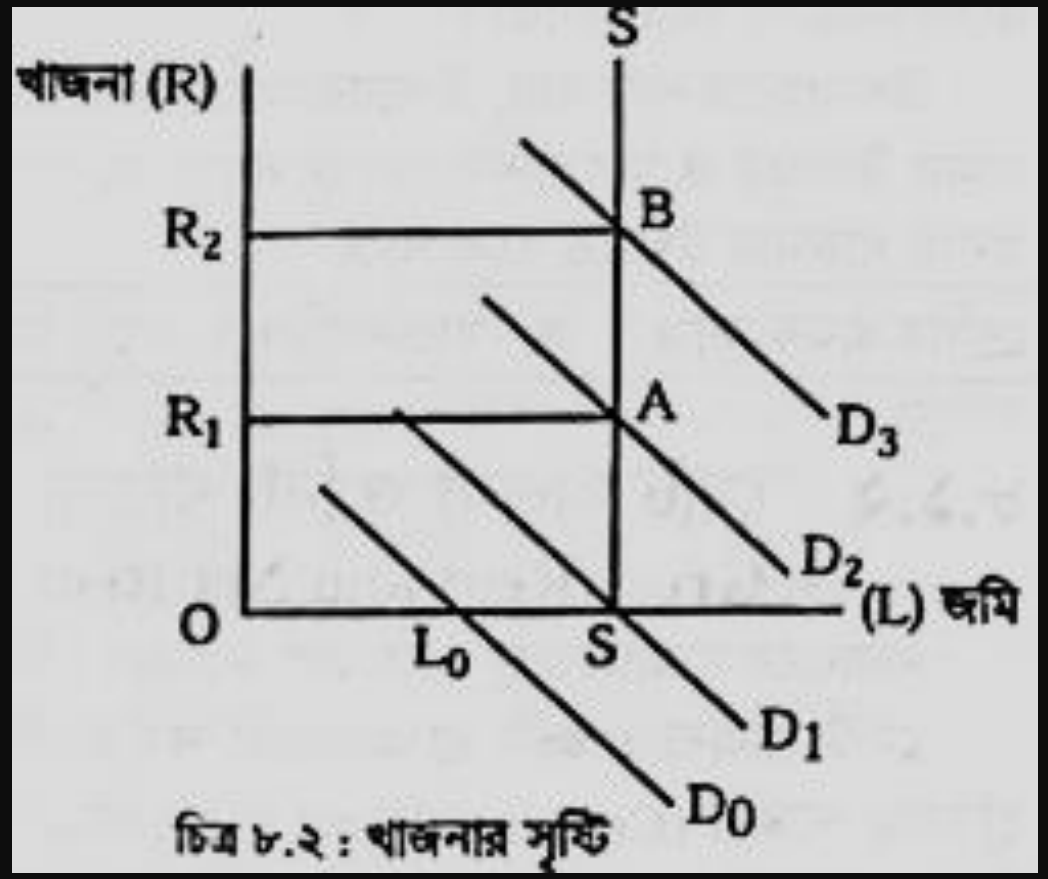

চিত্র ৮.২ : খাজনার সৃষ্টি

খাজনার সংজ্ঞা

খাজনা কেন দেওয়া হয়

২. উর্বরতার পার্থক্য: রিকার্ডোর মতে জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনা দিতে হয়। নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমি ব্যবহারকারীরা মালিককে অধিক খাজনা প্রদান করে।

৩. অবস্থানগত পার্থক্য: জমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণেও কাম্য জমি ব্যবহারকারীদেরকে খাজনা দিতে হয়। দূরবর্তী জমি অপেক্ষা শহর ও বাজারের নিকটবর্তী জমি ব্যবহারকারীর নিকট চাহিদা বেশি। ফলে এ ধরনের জমির খাজনাও অধিক প্রদান করতে হয়।

খাজনার সংজ্ঞা

খাজনা কেন দেওয়া হয়

২. উর্বরতার পার্থক্য: রিকার্ডোর মতে জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনা দিতে হয়। নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমি ব্যবহারকারীরা মালিককে অধিক খাজনা প্রদান করে।

৩. অবস্থানগত পার্থক্য: জমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণেও কাম্য জমি ব্যবহারকারীদেরকে খাজনা দিতে হয়। দূরবর্তী জমি অপেক্ষা শহর ও বাজারের নিকটবর্তী জমি ব্যবহারকারীর নিকট চাহিদা বেশি। ফলে এ ধরনের জমির খাজনাও অধিক প্রদান করতে হয়।

৪. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধির কার্যকারিতা: জমির ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয় বলে খাজনা প্রদান করতে হয়। যেমন-

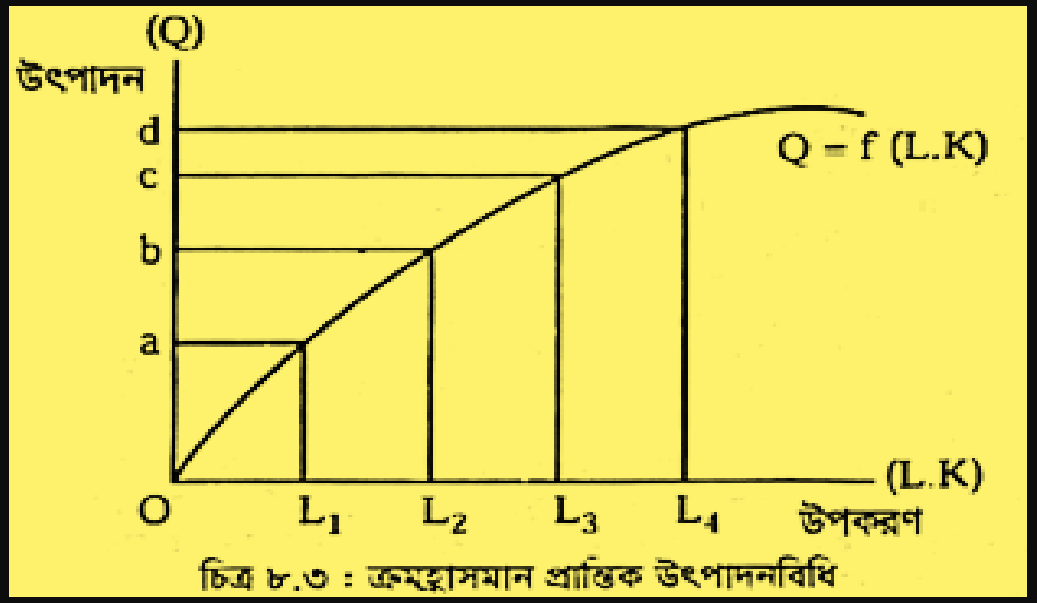

চিত্র ৮.৩ : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি

খাজনার সংজ্ঞা

খাজনা কেন দেওয়া হয়

একই জমিতে ক্রমাগত নির্দিষ্ট হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে ($L_1L2 = L2L3 = L3L4$) উৎপাদনের পরিমাণ প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমহ্রাসমান হয়। চিত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মোট উৎপাদন ক্রমান্বয়ে ক্রমহ্রাসমান হারে ($oa > ab > bc > cd$) বৃদ্ধি পায়। এ বিধির বিপরীত বিধি কার্যকর হলে একখণ্ড ভূমির উৎপাদন দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের চাহিদা মেটানো যেত, যা অবাস্তব। এজন্য ভূমি ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয়।

খাজনার সংজ্ঞা

খাজনা কেন দেওয়া হয়

৫. উপাদানের সীমিত যোগান: আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, যেসব উপাদানের যোগান সীমিত কিন্তু অত্যাবশ্যক সেই সকল উপকরণ ব্যবহারের জন্য খাজনা প্রদান করতে হয়।

৬. স্থানান্তর ব্যয়: স্থানান্তর ব্যয় বা সুযোগ ব্যয়ের প্রেক্ষিতেও খাজনার সৃষ্টি হয়। জমির বিকল্প ব্যবহারের কারণে এ ধরনের ব্যয়ের সৃষ্টি হয়। একখণ্ড জমিতে ধান ও পাট উভয়ই চাষ করা যায়। কিন্তু যেকোনো একটি চাষ করতে হলে জমিতে যে সুযোগ ব্যয়-এর সৃষ্টি হয়, তাই খাজনা।

ডেভিড রিকার্ডোর মতে, মূলত তিনটি কারণে খাজনার উৎপত্তি হয়:

(i) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (ii) জমির উৎপাদিকা শক্তির পার্থক্য এবং (iii) জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধির কার্যকারিতা।

উপসংহারে বলা যায়, উপরের আলোচিত কারণসমূহের জন্যই খাজনার সৃষ্টি হয় এবং খাজনা দেওয়া হয়। সকল জমির উর্বরতা ও অবস্থানিক গুরুত্ব সমান হলেও শুধু ভূমির অস্থিতিস্থাপক যোগান এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধির জন্যই খাজনার উৎপত্তি হতে পারে।

খাজনার সংজ্ঞা

মোট খাজনা ও নিট খাজনা

খাজনাকে সাধারণত দু' ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (ক) মোট খাজনা (Gross rent) ও (খ) নিট খাজনা (Net rent)।

মোট খাজনা: জমি ব্যবহারকারী কর্তৃক জমির মালিককে চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত মোট অর্থকে মোট খাজনা বা চুক্তিবদ্ধ খাজনা (Contract Rent) বলে। মোট খাজনার মধ্যে জমির বিশুদ্ধ খাজনা ছাড়াও জমির মালিকের মূলধন নিয়োগবাবদ সুদ, প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর, ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ Contract rent is the total payment to landlord as per contract or agreement |

অতএব, মোট খাজনা = জমির বিশুদ্ধ খাজনা + মূলধন নিয়োগবাবদ সুদ + প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি + মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা।

নিট খাজনা: নিট খাজনা হলো অস্থিতিস্থাপক উপাদান ব্যবহারবাবদ প্রদত্ত অর্থ। অর্থাৎ Net rent or economic rent is the price paid for the use of land। অর্থনীতিতে শুধু জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয় তাকে নিট খাজনা বলে। এরূপ খাজনাকে বিশুদ্ধ বা অর্থনৈতিক খাজনা' (Economic Rent) বলা যায়। বিষয়টি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:

খাজনার সংজ্ঞা

মোট খাজনা ও নিট খাজনা

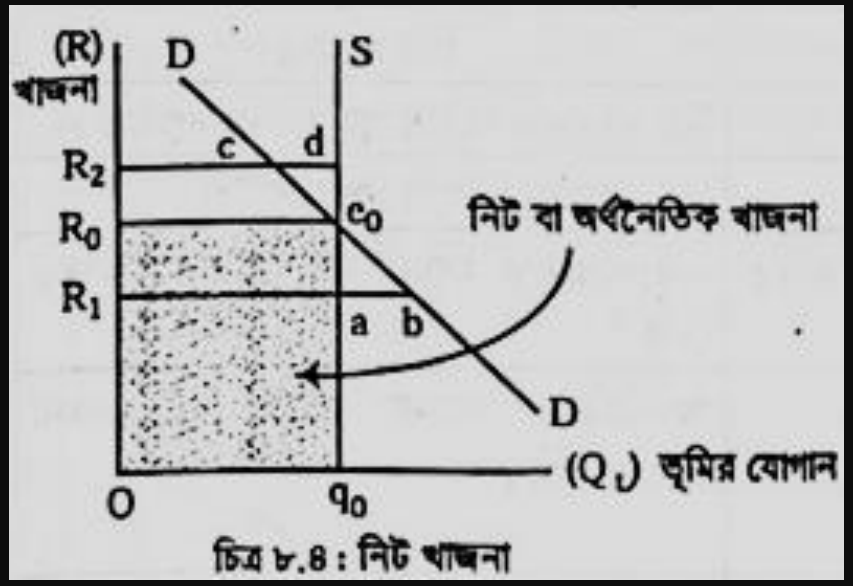

চিত্র ৮.৪ : নিট খাজনা

চিত্রে ভূমি অক্ষে জমির পরিমাণ, লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ, Sqo জমির সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা এবং DD জমির চাহিদা রেখা। চিত্রানুযায়ী, যদি জমির যোগান (R_1a) অপেক্ষা চাহিদা (R_1b) বেশি হয়, খাজনা বৃদ্ধি পাবে এবং যোগান (R2d) অপেক্ষা চাহিদা (R2c) কম হলে খাজনা হ্রাস পাবে। ১০ বিন্দুতে জমির যোগান ও চাহিদা পরস্পর সমান বিধায় নিট বা অর্থনৈতিক খাজনা সৃষ্টি হয় ORD পরিমাণ।

সুতরাং নিট বা অর্থনৈতিক খাজনা = মোট খাজনা (মূলধন নিয়োগবাবদ সুদ + প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি + মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর + ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা)।
= শুধু জমি ব্যবহারের বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থ বা জমির বিশুদ্ধ খাজনা।
= অস্থিতিস্থাপক উপকরণ ব্যবহারবাবদ প্রদেয় অর্থ।

খাজনার সংজ্ঞা

মোট খাজনা ও নিট খাজনা

উদাহরণ: মনে করি, খাজনা হিসেবে প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ ১০০০ টাকা। এক্ষেত্রে জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ২০০ টাকা, মূলধন বিনিয়োগবাবদ সুদ ১৫০ টাকা, প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি ১৫০ টাকা, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর ২০০ টাকা এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা ৩০০ টাকা। এক্ষেত্রে মোট খাজনা = ১০০০ টাকা।

কিন্তু নিট খাজনা = ১০০০ – (১৫০ + ১৫০ + ২০০ + ৩০০) টাকা = ১০০০ – ৮০০ টাকা = ২০০ টাকা = জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ।

খাজনার সংজ্ঞা

মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	মোট খাজনা	নিট খাজনা
১. সংজ্ঞা	মোট খাজনা কোনো নির্দিষ্ট জমি বা বাড়ি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহারের বিনিময়ে ব্যবহারকারী তার মালিককে সর্বসাকুল্যে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, তাকে মোট খাজনা বলে।	অর্থনীতিতে শুধু অস্থিতিস্থাপক উপকরণ (যেমন-জমি) ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে নিট খাজনা বলে।
২. আনুষঙ্গিক উপাদান	মোট খাজনার মধ্যে নিট খাজনা ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদান অন্তর্ভুক্তথাকে। যেমন-সুদ, মজুরি, কর, মুনাফা।	নিট বা অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে শুধুমাত্র জমি ব্যবহারের দামই থাকে।
৩. সূত্র	মোট খাজনা = নিট খাজনা+আনুষঙ্গিক উপাদানের প্রাপ্য অংশ (সুদ, মজুরি, মুনাফা)।	নিট খাজনা মোট খাজনা-(মূলধনের সুদ শ্রমের মজুরি সংগঠনের মুনাফা)।
৪. অংশ	মোট খাজনা হলো খাজনা হিসেবে প্রাপ্ত সর্বমোট অর্থ।	নিট খাজনা মূলত মোট খাজনার অংশমাত্র।

খাজনার সংজ্ঞা

পার্থক্যের বিষয়	মোট খাজনা	নিট খাজনা
৫. পরিধি	মোট খাজনার পরিধি অনেক বিস্তৃত।	নিট খাজনার পরিধি ক্ষুদ্রতর বা সঙ্কুচিত।
৬. হিসাব নির্ণয়	মোট খাজনার হিসাব নির্ণয় অনেক সহজ।	নিট খাজনার হিসাব নির্ণয় জটিল
৮. চুক্তিভিত্তিক বনাম ব্যবহৃত খাজনা	মোট খাজনা চুক্তিভিত্তিক নির্ধারিত হয়।	অর্থনীতিতে খাজনা বলতে নিট খাজনা ব্যবহৃত হয়।
৯. উদাহরণ	মনে করি, মোট খাজনা = ১০০০ টাকা।	পক্ষান্তরে যদি ১০০০ টাকার মধ্যে সুদ বাবদ ১৫০, মজুরি ১৫০, কর বাবদ ২০০ ও মুনাফা ৩০০ টাকা ধরা হয়। তবে নিট খাজনা = ১০০০ - (১৫০ + ১৫০ + ২০০ + ৩০০) টাকা = ১০০০ – ৮০০ টাকা = ২০০ টাকা = জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ।

এভাবে মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা যায়। এক্ষেত্রে বলা যায়, মোট খাজনার মধ্যেই নিট খাজনার অস্তিত্ব বিদ্যমান কিন্তু নিট খাজনার মধ্যে মোট খাজনার অস্তিত্ব নেই।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৮ : খাজনা

টপিক – ০২ অনুপার্জিত আয়

অনুপার্জিত আয়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অনুপার্জিত আয়

দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, অর্থনৈতিক উন্নতি হলে, সাধারণভাবে জমির দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় অর্জন করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

অর্থনীতিবিদ চ্যাপম্যান-এর মতে, “সামাজিক অগ্রগতির বিশেষ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর যে মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।"

আবার, অর্থনীতিবিদ হেনরি জর্জ তাঁর "Progress and Poverty” গ্রন্থে এ সম্পর্কে ধারণা দেন যে, সমাজের প্রগতির ফলে যেহেতু এ আয়ের সৃষ্টি, তাই এ ধরনের আয় সরকারের প্রাপ্য এবং সরকারকে কর ধার্য করে এ আয় গ্রহণ করা উচিত।

অতএব, বলা যায়, নিজস্ব প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগ ভিন্ন অন্য কোনো কারণে জমির দাম বাড়লে, মালিকের অতিরিক্ত যে আয় হয়, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

অনুপার্জিত আয়

অনুপার্জিত আয় সৃষ্টির কারণ: যেসব কারণে অনুপার্জিত আয় সৃষ্টি হয়, তা নিম্নরূপ :

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় জমির দাম বেড়ে যাবে।

২. প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। এ কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি সেবা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে জমির দাম বৃদ্ধি পায়।

৩. স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পড়ে যদি উক্ত এলাকার উন্নয়ন সাধন ঘটে, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন হয়, তবে সেখানে জমির দাম বেড়ে যায়।

৪. নতুন এলাকায় শহর গড়ে ওঠলে বা প্রসারিত হলে সে এলাকায় জমির দাম বেড়ে যায়।

৫. প্রাকৃতিক কারণে (যেমন-জমিতে পলি পড়ে) জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির ফলে অনাবাদি জমি চাষের উপযোগী হলে উক্ত জমির দাম বৃদ্ধি পায়।

৬. কোনো এলাকায় শিল্পের স্থানীয়করণের ফলে উক্ত এলাকায় জমির দাম বেড়ে যায়।

অনুপার্জিত আয়

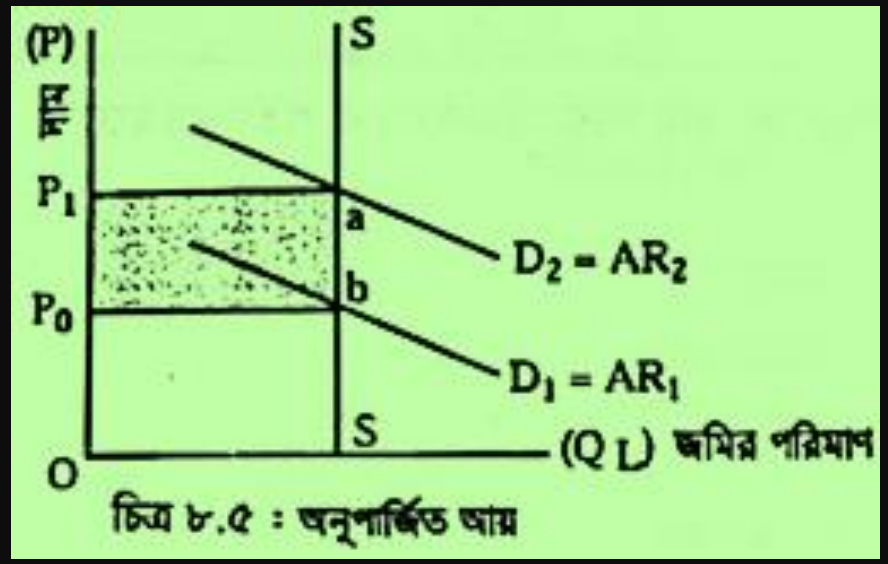

চিত্র ৮.৫ : অনুপার্জিত আয়

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে জমির পরিমাণ, লম্ব অক্ষে দাম, SS জমির যোগান রেখা যা স্থির, D{1} = AR{1} প্রথম চাহিদা রেখা বা গড় আয় রেখা। D{2} = AR{2} পরিবর্তিত চাহিদা রেখা বা গড় আয় রেখা। উল্লিখিত কারণে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে গড় আয় রেখা AR{1} থেকে AR_{2} হয়। ফলে অনুপার্জিত আয় সৃষ্টি হয় P0 P1 পরিমাণ।

অনুপার্জিত আয়

উদাহরণ: ঢাকার অদূরে নিকুঞ্জ, উত্তরা, ডালাস সিটি, বসুন্ধরা মডেল টাউন এরূপ অনেক উপশহর চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাসহ বর্তমানে অনেক জেলা ও উপজেলা শহরে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপনের ফলে তার আশেপাশে জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে শহুরে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কারণে- উক্ত এলাকাগুলোতে জমির মালিকের আয় অনেক বেড়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের অধিক অনুপার্জিত আয় সৃষ্টি হবে।

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

খাজনা নির্ধারণের লক্ষ্যে দুটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। যথা- (ক) রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব এবং (খ) আধুনিক খাজনা তত্ত্ব। এ তত্ত্ব দু'টি নিম্নে আলোচনা করা হলো-

ক. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব/Recardian Theory of Rent

ভিত্তি: সুপণ্ডিত, ধর্মযাজক ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ টমাস রবার্ট ম্যালথাস (Rev. Thomas Robert Malthus)-এর জনসংখ্যা তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে অধ্যাপক David Ricardo তাঁর খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশ করেন।

উৎস: ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ক্লাসিক্যাল (Classical) অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো ১৮১৭ সালে (19th Century) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Principles of Political Economy and Taxation"-এ খাজনা সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেন, তাই তাঁর নামানুসারে 'Recardian Theory of Rent' নামে পরিচিতি লাভ করে।

রিকার্ডোর ভাষ্য: খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডো বলেন, "খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সে অংশ যা জমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়।" (Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil.-D. Ricardo) তিনি মনে করেন, চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতার কারণে খাজনার উদ্ভব হয় এবং প্রকৃতির কৃপণতাই খাজনার জন্য দায়ী।

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

রিকার্ডোর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে ডব্লিউ. নিকলসন (W. Nicholson) বলেন, মোট উৎপন্ন হতে সকল খরচ বাদ দিয়ে উৎপাদক যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তাকেই অর্থনীতিতে খাজনা বলে অভিহিত করা হয়। এ অর্থে খাজনা শব্দটি শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বস্তুত সকল উপকরণের আয়ের মধ্যে খাজনার অস্তিত্ব বিদ্যমান। (The analysis of Ricardian rent can be generalized to any situation in which differing productivities of resources result in differing cost curves for the firms that own those resources." Ref: W. Nicholson: Intermediate Price Theory and its Applications, 1979)

অনুমিত শর্ত: রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব নিম্নলিখিত অনুমিত শর্তের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এ শর্তগুলো হলো:

১. সমগ্র সমাজের প্রেক্ষিতে জমির যোগান সীমাবদ্ধ।

২. জমি প্রকৃতি প্রদত্ত বলে এর যোগান দাম নেই।

৩. জমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি কার্যকরী হয়।

৪. জমির উৎপাদন ক্ষমতা বা উর্বরতার পার্থক্য রয়েছে।

৫. জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতা রয়েছে।

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

তত্ত্ব বিশ্লেষণ: রিকার্ডো বলেন, খাজনা হচ্ছে জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতার প্রতিদান। এ ক্ষমতা বলতে তিনি জমির উর্বরা শক্তিকেই নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, সব জমির উর্বরা শক্তি সমান নয়, এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমি রয়েছে। এর উৎপন্ন ফসলের পার্থক্যের ওপরই খাজনা নির্ভর করে। রিকার্ডোর মতে, যে জমির উৎপাদন খরচ ও আয় পরস্পর সমান সেরূপ জমিকে "খাজনাবিহীন জমি" (no rent land) বা "প্রান্তিক জমি" (Marginal Land) বলা হয়। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের জন্যই খাজনার সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি খাজনাকে "উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা পার্থক্যজনিত প্রাপ্তি" ("Producer's surplus or differential return") বলে অভিহিত করেন।

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

উদাহরণভিত্তিক বিশ্লেষণ: মনে করি, উর্বরা শক্তির ভিত্তিতে সম-আয়তনের জমিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির জমি। মনে করা যাক, প্রতিটি জমি চাষ করার খরচ ৪০০ টাকা। উক্ত তিন শ্রেণির জমি হতে উৎপাদনের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৩০, ২৫ ও ২০ একক এবং উৎপাদিত পণ্যের মোট বাজার মূল্য যথাক্রমে ৬০০, ৫০০ ও ৪০০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রথম দুই শ্রেণির জমিতে উদ্বৃত্তের উদ্ভব হবে তথা খাজনার সৃষ্টি হবে কিন্তু তৃতীয় শ্রেণির জমি চাষ করে কেবল উৎপাদন ব্যয় বহন করা সম্ভব। রিকার্ডো তৃতীয় শ্রেণির জমিকে প্রান্তিক জমি হিসেবে অভিহিত করেন।

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

তালিকা : খাজনার উৎপত্তি

জমির শ্রেণি	জমির আয়তন	উৎপাদনের পরিমাণ	এককপ্রতি দাম (টাকা)	উৎপাদনের বাজার মূল্য (টাকায়)	উৎপাদন ব্যয় (টাকা)	খাজনা (টাকা)
প্রথম শ্রেণি	১ একর	৩০ একক	২০	৬০০	৪০০	২০০
দ্বিতীয় শ্রেণি	১ একর	২৫ একক	২০	৫০০	৪০০	১০০
তৃতীয় শ্রেণি	১ একর	২০ একক	২০	৪০০	৪০০	০

উপরের তালিকা অনুযায়ী, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে যথাক্রমে ৩০, ২৫ ও ২০ একক উৎপাদন হয়। প্রতি এককের দাম ২০ টাকা ধরে স্পলের বিক্রয়লব্ধ আয় যথাক্রমে ৬০০, ৫০০ ও ৪০০ টাকা এবং প্রত্যেক জমির উৎপাদন ব্যয় ৪০০ টাকা হলে,

প্রথম শ্রেণির জমির খাজনা (৬০০-৪০০) টাকা = ২০০ টাকা

দ্বিতীয় শ্রেণির জমির খাজনা (৫০০-৪০০) টাকা = ১০০ টাকা

তৃতীয় শ্রেণির জমির খাজনা (৪০০ ৪০০) টাকা = ০ টাকা

এক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণির জমি প্রান্তিক জমি।

অনুপার্জিত আয়

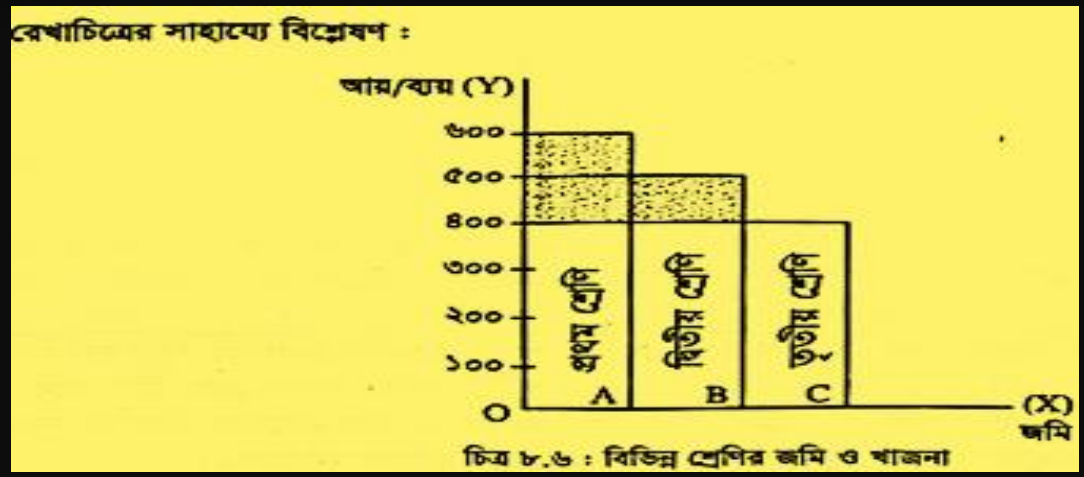

চিত্র ৮.৬ : বিভিন্ন শ্রেণির জমি ও খাজনা

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে জমির শ্রেণি, লম্ব অক্ষে আয় ও ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমিকে যথাক্রমে A, B ও C হিসেবে নির্দেশ করা হলো। চিত্র থেকে বোঝা যায়, A আয়তক্ষেত্র ৬০০ টাকার আয়, B আয়তক্ষেত্র ৫০০ টাকার আয় এবং C আয়তক্ষেত্র ৪০০ টাকার আয় নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণির জমিতে উৎপাদন ব্যয় ৪০০ টাকা হলে C শ্রেণির জমিকে প্রান্তিক জমি বলা যায়। C আয়তক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্র A ও B ক্ষেত্র থেকে বাদ দিলে যে ছায়াকৃত অংশ পাওয়া যায়, তাই A ও B শ্রেণির জমির খাজনা। যেমন A শ্রেণির জমির খাজনা = (৬০০-৪০০) টাকা = ২০০ টাকা এবং B শ্রেণির জমির খাজনা (৫০০ ৪০০) টাকা = ১০০ টাকা।

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

প্রান্তিক জমি/Marginal land

অধ্যাপক ডেভিড রিকার্ডো তাঁর খাজনা তত্ত্ব বিশ্লেষণে 'প্রান্তিক জমি'র ধারণাটি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, যে জমিতে ফসল উৎপাদন খরচ এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রয়ের মাধ্যমে যে আয় পাওয়া যায় তা যদি পরস্পর সমান হয়, অর্থাৎ জমি থেকে প্রাপ্ত আয় ও উৎপাদন খরচ সমান হলে সেরূপ জমিকে প্রান্তিক জমি বা খাজনাবিহীন জমি (no rent land) বলে।

প্রান্তিক জমি উদ্ভবের কারণ:

(i) জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের কারণে জমি থেকে প্রাপ্ত আয় ও উৎপাদন ব্যয় পরস্পর সমান হতে পারে।

(ii) জমির আয়তন যদি ক্ষুদ্র হয়, সেক্ষেত্রেও জমি থেকে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয় সমান হতে পারে।

উদাহরণ: যদি কোনো স্থানের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ফসল উৎপাদন খরচ ১০০০ টাকা হয় এবং উৎপাদিত ফসলের মূল্যও ১০০০ টাকা হয় তবে এরূপ জমিকে প্রান্তিক জমি বলা যায়।

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

চিত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ :

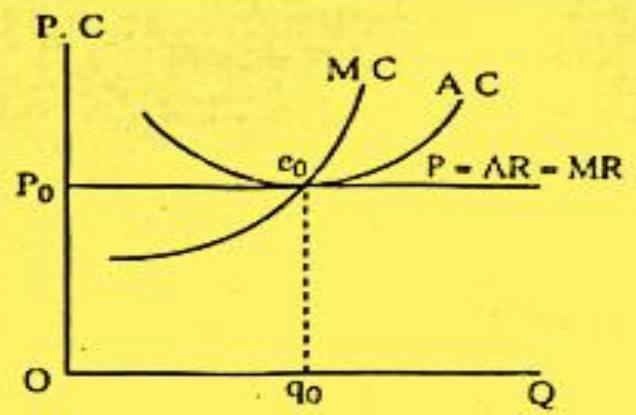

চিত্র ৮.৭ : প্রান্তিক জমি

চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ, লম্ব অক্ষে দাম ও ব্যয়, AR = গড় আয়, MR = প্রান্তিক আয়, AC = গড় ব্যয় এবং MC = প্রান্তিক ব্যয় নির্দেশ করে। চিত্রানুযায়ী জমিতে আয় = $OP_0c_0q_0$ এবং ব্যয় = $OP_0c_0q_0$ পরস্পর সমান। সুতরাং এ জমিকে প্রান্তিক জমি বলা যায়।

বর্তমানে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের গুরুত্ব কিছুটা সীমিত বলে গণ্য হলেও একে অবহেলা করা যাবে না। অধ্যাপক রবার্টসনের মতে, "রিকার্ডোর তত্ত্বটি খাজনা সম্বন্ধে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দেয়, যার ফলে তত্ত্বটি আজও তার প্রাণশক্তি ও তাৎপর্য হারায়নি।" অনুপার্জিত আয় ভোগকারী সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলন এবং আধুনিক খাজনা তত্ত্বের ভিত্তি তৈরিতে এ তত্ত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

খ. খাজনা সংক্রান্ত আধুনিক তত্ত্ব/Modern Theory of Rent

খাজনার আধুনিক ধারণা রিকার্ডোর ধারণা হতে পৃথক। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের পরিবর্তিত সংস্করণ হলো খাজনার আধুনিক তত্ত্ব। অর্থনীতিবিদ Jevons, Pareto, Marshall, Joan Robinson প্রমুখ কর্তৃক তত্ত্বটির প্রসার হলেও প্রথম আলোচক হলেন J. S. Mill. Mrs. Joan Robinson, Boulding, G. Stigler এবং P. Samuelson সহ আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, বরং সব উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

মূল বক্তব্য : প্রত্যেক অর্থনৈতিক উপাদানেরই যোগান দাম (Supply price or Transfer Earning) বিদ্যমান। এক্ষেত্রে যোগান দাম বলতে সেই ন্যূনতম দামকে বোঝানো হয় যা ছাড়া সেই উপাদান উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, উপাদানের কোনো এককের সর্বনিম্ন যোগান দাম এবং সেই একক থেকে প্রাপ্ত আয়ের (Actual Earning) মধ্যে যে ব্যবধান থাকে, তাকে খাজনা বলে।

অর্থাৎ, Rent is a surplus which arises due to difference between actual earning and transfer earning. অথবা খাজনা = মোট বা প্রকৃত আয় (Total or Actual Earning) - স্থানান্তর আয় (Transfer Earning) বা যোগান দাম

বা, খাজনা = প্রাপ্ত আয় যোগান দাম।

কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আয় এবং স্থানান্তর আয়ের পার্থক্যের কারণেও খাজনা নির্ধারণে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনা তিন প্রকারে নির্ধারিত হতে পারে। যেমন-

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

ক. যখন উপকরণের যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক :

পূর্ণ স্থিতিস্থাপক যোগান রেখা :

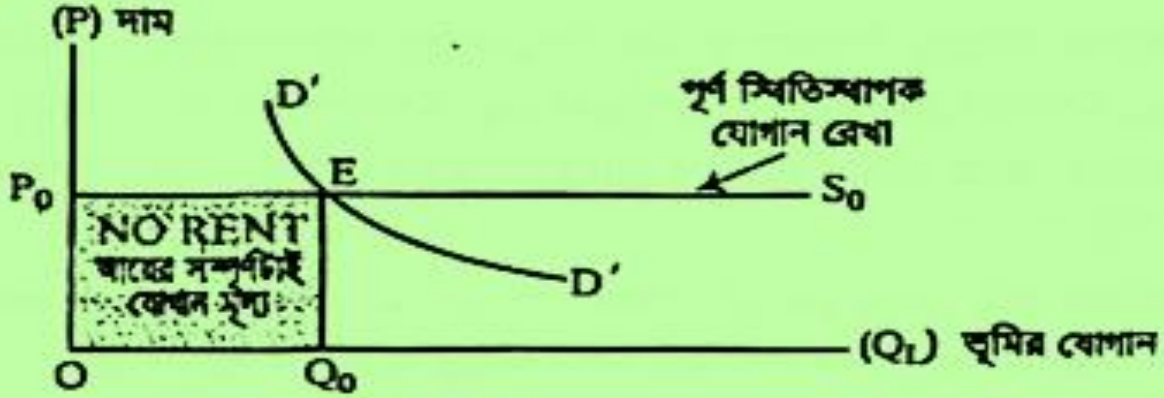

চিত্র : ৮.৮

চিত্র বিশ্লেষণ:

যোগান রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হলে তখন জমির আয়ের সম্পূর্ণটাই যোগান দাম হবে, কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না। তাই এক্ষেত্রে খাজনা সৃষ্টি হয় না।

এক্ষেত্রে, প্রকৃত আয় = স্থানান্তর আয়। সুতরাং খাজনা = প্রকৃত আয়- স্থানান্তর আয় = শূন্য।

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

খ. যখন উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক: এরূপ ক্ষেত্রে উপকরণের যোগানকে সম্পূর্ণ স্থির ধরা হলে খাজনা প্রকৃত আয়ের সমান নির্ধারিত হয়। যেমন:

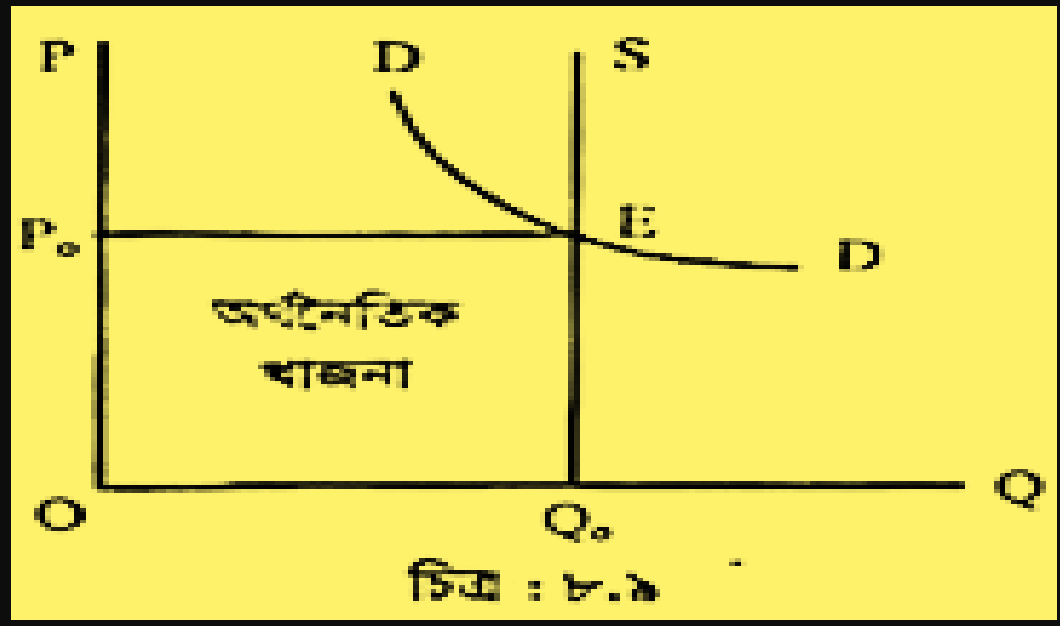

চিত্র : ৮.১

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

গ. যখন উপকরণের যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক অপেক্ষা কম (Supply is less than perfectly elastic) : এক্ষেত্রে তত্ত্বটি বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত অনুমিতি গ্রহণ করা হয়। যেমন:

(ক) বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা বিদ্যমান,

(খ) জমির শ্রেণি একইরূপ বিবেচিত,

(গ) উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ সমজাতীয়।

উল্লিখিত অনুমিতির প্রেক্ষিতে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি নিম্নের চিত্রে দেখান হলো:

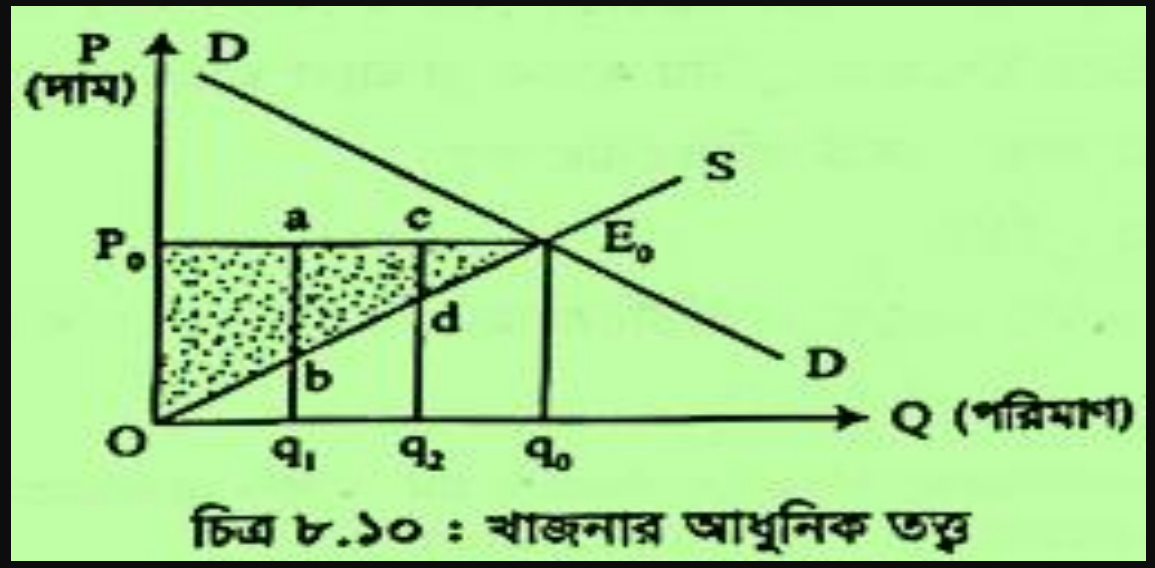

চিত্র ৮.১০ : খাজনার আধুনিক তত্ত্ব

অনুপার্জিত আয়

খাজনা নির্ধারণ

উল্লিখিত অনুমিতির প্রেক্ষিতে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি নিম্নের চিত্রে দেখান হলো :

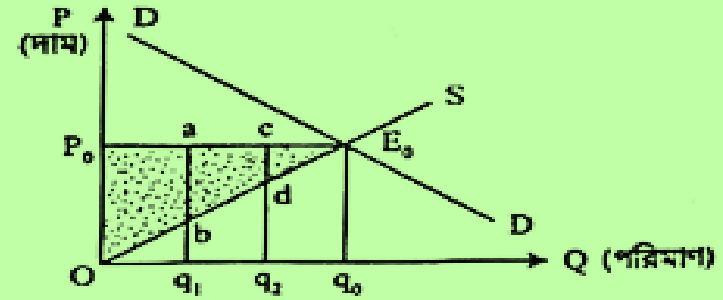

চিত্র ৮.১০ : খাজনার আধুনিক তত্ত্ব

চিত্রে উপকরণের পরিমাণ OQ অক্ষে, OP অক্ষে দাম, OS উপকরণের যোগান এবং DD উপকরণের চাহিদা প্রকাশ করে। OS রেখায় উপকরণের যোগান দাম দেখান হয়। বাজারে বিদ্যমান DD চাহিদার প্রেক্ষিতে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় উপকরণের দাম OP, এ স্থির থাকলে OPE, পরিমাণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, তাকেই খাজনা বলে। যেমন oq_1 উপকরণ ab পরিমাণ উদ্বৃত্ত এবং oq_2 উপকরণ cd পরিমাণ উদ্বৃত্ত ভোগ করে। সুতরাং ০৭০ পরিমাণ উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খাজনা সৃষ্টি হয় OPE। অর্থাৎ খাজনা = প্রাপ্ত আয় (OPEoqo)- যোগান দাম(OE090) রিকার্ডোর মতে প্রান্তিক জমি থেকে কোনো খাজনা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে প্রান্তিক জমিতেও খাজনার উৎপত্তি হতে পারে যখন উক্ত জমি হতে বিকল্প আয় সৃষ্টি করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৮ : খাজনা

টপিক – ০৩ নিম খাজনা বা উপ-খাজনা

নিম খাজনা বা উপ-খাজনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নিম খাজনা বা উপ-খাজনা

অধ্যাপক মার্শাল অর্থনীতিতে 'নিম খাজনা' ধারণা প্রবর্তন করে রিকার্ডো ও অন্যান্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ অপেক্ষা খাজনা তত্ত্বকে আরও প্রসারিত করেন।

নিও-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং যেকোনো উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনার অস্তিত্ব থাকতে পারে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে নিম খাজনা (Quasi-rent) আলোচিত হয়। অধ্যাপক মার্শালের মতে, "মানুষের সৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় হয়, তাই নিম খাজনা।" ডেভিড রিকার্ডোসহ বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদের ধারণা অনুযায়ী জমি থেকে যে "উদ্বৃত্ত আয়" হয় তাই খাজনা। কিন্তু মার্শাল মত প্রকাশ করেন যে, কেবল জমিই উদ্বৃত্ত আয় সৃষ্টি করে না বরং মানুষের তৈরি উৎপাদনের উপকরণসমূহ (যেমন-যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, দালানকোঠা প্রভৃতিও) উদ্বৃত্ত আয় সৃষ্টি করতে পারে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন (P. A. Samuelson) বলেন, "যেকোনো উপকরণের যোগান যদি সাময়িকভাবে স্থির থাকে তাহলে তার আয়কে নিম খাজনা বলা চলে।" (The return to any factor in temporarily fixed supply is called a Quasi Rent.) অনুরূপ ধারণা প্রকাশ করেন অধ্যাপক D. Salvatore. তিনি নিম খাজনা সম্পর্কে বলেন, ("..... quasi-rent equals TR minus TVC.") অর্থাৎ নিম খাজনা হলো মোট আয় থেকে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বিয়োগফল।

নিম খাজনা বা উপ-খাজনা

মানুষের সৃষ্ট মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী, যন্ত্রপাতি চালু রাখার জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। স্বল্পকালে এরূপ যন্ত্রপাতির উপার্জন থেকে যন্ত্রপাতি চালু রাখার ব্যয় বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাই নিম খাজনা।

অতএব, মনুষ্য নির্মিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা স্বল্পকালে মোট উৎপাদন হতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক যে আয় পাওয়া যায়, তাকে অর্থনীতিতে উপ-খাজনা, নিম খাজনা বা আধা খাজনা বলা হয়।

সূত্র: নিম খাজনা = মোট আয় – মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়

= TR-TVC

বা, নিম খাজনা = AR-AVC = AFC + অতিরিক্ত আয়, এভাবেও প্রকাশ করা যায়।

নিম খাজনা বা উপ-খাজনা

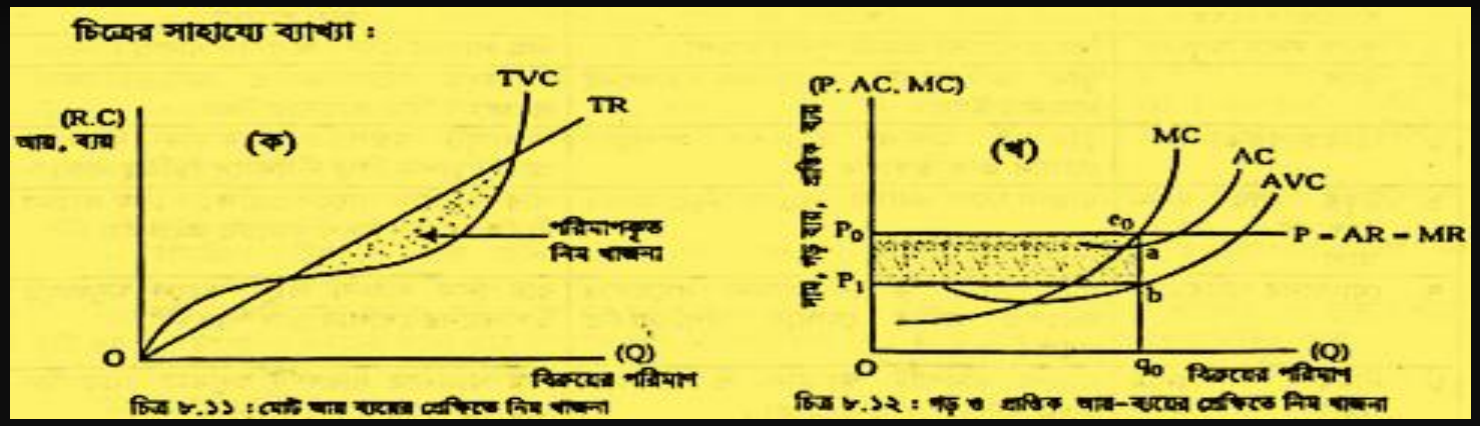

চিত্র ৮.১১ : মোট আয় ব্যয়ের প্রেক্ষিতে নিম খাজনা

চিত্র ৮.১২ : গড় ও প্রান্তিক আয়-ব্যয়ের প্রেক্ষিতে নিম খাজনা

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ, লম্ব অক্ষে ('ক' চিত্রে) আয়-ব্যয়, ('খ' চিত্রে) দাম, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় এবং আয় দেখান হয়। 'ক' চিত্রে TR > TVC শর্ত ছায়াক্ত অংশে দেখা যায় বিধায় তা নিম খাজনা হিসেবে বিবেচিত। 'খ' চিত্রে AR > AVC শর্ত O৭০ উৎপাদন পর্যায়ে পালিত হয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফা, স্বাভাবিক মুনাফা বা ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন যেকোনো অবস্থাই স্বীকার করা হয়। 'খ' চিত্রে অতিরিক্ত মুনাফা দেখানো হয় এবং নিম খাজনার পরিমাণ

= OP০৫০৭০ - OP_1bqo

= PoPibeo পরিমাণ।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, নিম খাজনা স্বল্পকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এরূপ খাজনা সে আয়কে নির্দেশ করে যা কেবল স্থির উপকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দীর্ঘকালে স্থির উপকরণ থাকে না বিধায় তখন এরূপ খাজনার পরিমাণ শূন্য হয়।

নিম খাজনা বা উপ-খাজনা

খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য

খাজনা ও নিম খাজনা উভয়ই উপাদানের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা থেকে সৃষ্টি হলেও ধারণা দুটির মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় :

পার্থক্যের বিষয়	খাজনা	নিম খাজনা
১. সংজ্ঞা	সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্যের কারণে ভূমি হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে।	স্বল্পকালে চাহিদা বাড়ার ফলে মানুষের তৈরি উপাদান হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকে নিম খাজনা বলে।
২. সূত্র	খাজনা = TR – TC বা, খাজনা = AR – AC	নিম খাজনা = TR – TVC বা, নিম খাজনা = AR – AVC
৩. পূর্ণাঙ্গ বনাম অপূর্ণাঙ্গ	বিতল্ক খাজনা একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা।	নিম খাজনা একটি অপূর্ণাঙ্গ ধারণা।
৪. উৎস	ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদই খাজনার উৎস।	মনুষ্যসৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামই নিম খাজনার উৎস।
৫. স্থিতিস্থাপকতা	ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান অস্থিতিস্থাপক।	মনুষ্যসৃষ্ট যন্ত্রপাতির যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক কিন্তু দীর্ঘকালে স্থিতিস্থাপক।
৬. উদ্বৃত্ত আয় বনাম উৎপাদন খরচের অংশ	খাজনা হলো খরচের উদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্ত আয়।	পরিবর্তনশীল ব্যয়ের প্রেক্ষিতে নিম খাজনা দীর্ঘকালে উৎপাদন খরচের অংশ হয়।
৭. যোগানের পরিবর্তন	রাষ্ট্র কোনো কারণে খাজনা বাজেয়াপ্ত করলেও জমির যোগান অপরিবর্তিত থাকে।	রাষ্ট্র নিম খাজনা গ্রহণ করলে মনুষ্যসৃষ্ট উপাদানের যোগান হ্রাস পায়।
৮. দীর্ঘকাল বনাম স্বল্পকাল	খাজনা ধারণাটি স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য।	নিম খাজনার ধারণাটি শুধুমাত্র স্বল্পকালীন ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নিম খাজনা বা উপ-খাজনা

খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য

৯. ক্ল্যাসিক্যাল বনাম নিও-ক্ল্যাসিক্যাল ধারণা	খাজনা ধারণাটি মূলত ক্লাসিক্যাল। রিকার্ডো এ ধারণার প্রবর্তক।	নিম খাজনার ধারণাটি নিও-ক্লাসিক্যাল। মার্শাল এ ধারণার প্রবর্তক।
১০. পণ্যমূল্য নির্ধারণ	খাজনা যেহেতু খরচের উদ্বৃত্ত, তাই এটি পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে না।	নিম খাজনা যেহেতু উৎপাদন খরচের অংশ হয় তাই দীর্ঘকালে এটি পণ্যের মূল্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ দীর্ঘকালে নিম খাজনার অস্তিত্ব থাকে না।
১১. পৃথক তত্ত্ব	রিকার্ডো খাজনাকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে এর বিশ্লেষণে পৃথক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন।	আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ নিম খাজনা আলোচনায় চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যেভাবে দাম সৃষ্টি হয়, সেরূপ মূল্য তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমেই এর আলোচনা করেন। পৃথক তত্ত্ব হিসেবে এটি বিবেচনা করা হয়নি।
১২. চিত্র :	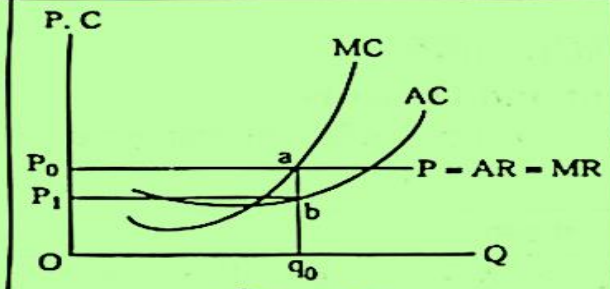 চিত্র : ৮.১৪ চিত্রানুযায়ী খাজনার পরিমাণ হলো P_1P_0ab.	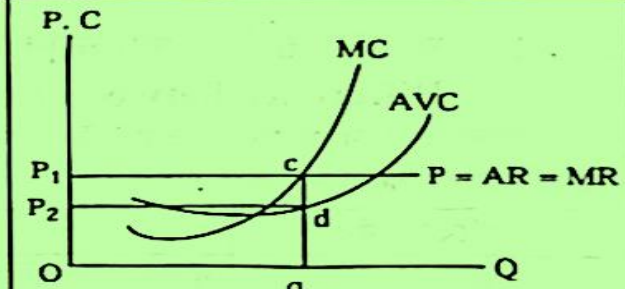 চিত্র : ৮.১৫ চিত্রে নিম খাজনার পরিমাণ হলো P_2P_1cd.

উল্লিখিত পার্থক্য থেকে বোঝা যায়, স্বল্পকালে খাজনা ও নিম খাজনা উভয়েই উদ্বৃত্ত আয় কিন্তু দীর্ঘকালে খাজনা উদ্বৃত্ত আয় হলেও নিম খাজনা স্বাভাবিক মুনাফার অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব তখন থাকে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৮ : খাজনা

টপিক – ০৪ খাজনা ও দামের সম্পর্ক

খাজনা ও দামের সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

খাজনা ও দামের সম্পর্ক

ভূমিকা: খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ রিকার্ডোর মতবাদ হলো, খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্যদিকে আধুনিক মতবাদ হলো, খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হয়।

খাজনা ও দামের সম্পর্ক

(ক) রিকার্ডোর মতবাদ: রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে মনে করা হয়, Rent does not enter into price. অর্থাৎ খাজনার কারণে দামের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাঁর তত্ত্বানুসারে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম দ্বারাই খাজনা নির্ধারিত হয়। রিকার্ডোর মতে, "খাজনা দেওয়ার জন্য ফসলের দাম বাড়ে না, বরং ফসলের দাম বাড়ে বলে খাজনা দিতে হয়।" (Corn is not high because rent is paid. But rent is paid because corn is high.-D. Ricardo)' তিনি যুক্তি দেন যে, প্রান্তিক জমির আয় ও ব্যয় পরস্পর সমান বিধায় সেক্ষেত্রে খাজনা শূন্য। তাই উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারণে খাজনা কোনো ভূমিকা পালন করে না।

খাজনা ও দামের সম্পর্ক

(খ) আধুনিক মতবাদ: আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হবে কি-না তা দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়:

(i) সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, জমি প্রকৃতির দান বলে এর কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই তথা এর যোগান দাম শূন্য। ফলে আয়ের সম্পূর্ণ অংশই উদ্বৃত্ত তথা খাজনা যা দামকে প্রভাবিত করে না।

(ii) ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, জমির যোগান স্থিতিস্থাপক এবং জমি বিকল্প ব্যবহারযোগ্য। এক্ষেত্রে, যে সুযোগ ব্যয়ের সৃষ্টি হয়, তা উৎপাদন খরচের মধ্যে ধরে ফসলের দাম নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে খাজনা দামকে প্রভাবিত করে।

আধুনিক ব্যবসায়ীরাও খাজনা বাড়লে তাকে উৎপাদন খরচের সাথে যুক্ত করে পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে।

খাজনা ও দামের সম্পর্ক

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত:

বাংলাদেশে যখন 'খাজনা' বা 'কর' বৃদ্ধি বা আরোপ করা হয়, তখন তাকে উদ্যোক্তা বা সরবরাহকারী উৎপাদন খরচের সাথে সংযুক্ত করে। এর ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে পণ্যের দামও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ খাজনা আরোপ বা বৃদ্ধির ফলে পণ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়।

অতএব, উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ কি-না বা, খাজনা ও দামের সম্পর্ক কীরূপ, তা নির্ভর করে বিষয়টি কোন প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হলো তার ওপর। অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন (P. A. Samuelson)-এর ভাষায়, "Wheather rent is or is not price determining cost depends upon the view point from which we look at." (Ref: Economics: P. A. Samuelson) অর্থাৎ খাজনা মূল্য নির্ধারণী দাম হতে পারে বা নাও হতে পারে, যা নির্ভর করে আমরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি সেই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

খাজনা ও দামের সম্পর্ক

খাজনা ও দামের মধ্যে যেসব পার্থক্য বিদ্যমান তা নিম্নরূপ :

পার্থক্যের বিষয়	খাজনা	দাম
১। সংজ্ঞা	কোনো উপাদানকে যে ন্যূনতম দামে কাজে নিযুক্ত করানো যায়, তা অপেক্ষা যে উদ্বৃত্ত পারিশ্রমিক পায়, তাকেই খাজনা বলে।	অর্থের দ্বারা কোনো দ্রব্যের মূল্য প্রকাশ করা হলে তাকে দাম বলে। অর্থাৎ বিনিময় মূল্যের আর্থিক প্রকাশকে দাম বলে।
২। মূল উপাদান	খাজনার মূল উপাদান হলো ভূমি এবং অস্থিতিস্থাপক উপকরণ।	দামের জন্য মূল উপাদান হলো দ্রব্য এবং সেবা।
৩। নির্ধারণ	খাজনা নির্ধারিত হয় খরচের উদ্বৃত্ত দ্বারা। একে উদ্বৃত্ত আয়ও বলা যায়।	দাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা।
৪। প্রকারভেদ	খাজনা সাধারণত দু'প্রকার— (i) মোট খাজনা ও (ii) নিট খাজনা	দাম দু'প্রকার। যথা— (i) যোগান দাম ও (ii) চাহিদা দাম।
৫। অন্তর্ভুক্তি	রিকার্ডোর মতে, খাজনা দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।	আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, খাজনা দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।
৬। আওতা	খাজনার আওতা দাম অপেক্ষা সংকীর্ণ।	দামের আওতা খাজনা অপেক্ষা প্রসারিত।
৭। অর্থনৈতিক তাৎপর্য	খাজনার অর্থনৈতিক তাৎপর্য পরোক্ষ ধরনের।	দামের অর্থনৈতিক তাৎপর্য প্রত্যক্ষ ধরনের।

এভাবে আমরা খাজনা ও দামের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৮ : খাজনা

টপিক – ০৫ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. খাজনা উদ্ভবের মূল ভিত্তি কী? [দি. বো. '১৭; চ. বো. '১৭; আলিম '১৯]
(ক) সীমাবদ্ধ যোগান (খ) অবস্থানগত পার্থক্য (গ) সুযোগ ব্যয় (ঘ) উর্বরতা

২. নিম খাজনার প্রবর্তক কে? [দি. বো., চ. বো., ব. বো. '১৬, '১৯; আলিম '১৮]
(ক) ডেভিড রিকার্ডো (খ) মার্শাল (গ) কেইনস্ (ঘ) অ্যাডাম স্মিথ

৩. ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান-
(ক) স্থিতিস্থাপক (খ) দাম বেশি (গ) দাম শূন্য (ঘ) অস্থিতিস্থাপক

৪. ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে যে দাম পরিশোধ করা হয়, তাকে কী বলে?
(ক) মুনাফা (খ) অনুপার্জিত আয় (গ) নিমখাজনা (ঘ) খাজনা

৫. মোট বিক্রয়লব্ধ আয়- (মজুরি সুদ মুনাফা + কর) = ?
(ক) মোট খাজনা (খ) নিট খাজনা (গ) অনুপার্জিত আয় (ঘ) নিম খাজনা

৬. স্বল্পকালে উদ্ভব হয়- [য. বো. '১৭]
(ক) নিম খাজনা (খ) নিট খাজনা (গ) মোট খাজনা (ঘ) অর্থনৈতিক খাজনা

৭. মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট উপকরণ হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়কে কী বলে?
অথবা, স্বল্পকালে মানবসৃষ্ট উপকরণ থেকে উদ্ভব হয়- [রা. বো. '১৬, '১৯; স. বো. '১৮]
(ক) মোট খাজনা (খ) অর্থনৈতিক খাজনা (গ) নিট খাজনা (ঘ) নিম খাজনা

৮. বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধিকে কী বলে? [আলিম ২০১৮]
(ক) মোট আয় (খ) নিট আয় (গ) অনুপার্জিত আয় (ঘ) অতিরিক্ত আয়

৯. খাজনা তত্ত্বে প্রান্তিক জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ-
(ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক (গ) অসীম (ঘ) শূন্য

১০. মানুষের সৃষ্ট উৎপাদনের উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় হয় তা হলো- [কু. বো. '১৬, '১৭]
(ক) মোট খাজনা (খ) নিম খাজনা (গ) নিট খাজনা (ঘ) অনুপার্জিত আয়

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৮ : খাজনা

টপিক – ০৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

জামিল শেখ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার সঞ্চিত ৮০ হাজার টাকা দিয়ে রাজশাহী শহরের খড়খড়ি এলাকায় ১০ কাঠা আবাদি জমি কেনেন। কিছুদিন পরে তার জমির পাশ দিয়ে বাইপাস রোড তৈরি হয়। এর কিছুদিন পরেই এই রাস্তার ধার দিয়ে গ্যাসের লাইন যায়। এসিআই কোম্পানি এখানে একটি বড় হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর খাদ্য কারখানা করে। ফলে তার এই জমির দাম বেড়ে ৮ লাখ টাকা হয়। তিনি অর্ধেক জমি ৪ লাখ টাকায় বিক্রি করে ভেতরের দিকে তিন বিঘা আমের বাগান কেনেন। তিন বিঘা আমের বাগান থেকে তার আয় যথাক্রমে ২৪,০০০ টাকা, ১৮,০০০ টাকা এবং ১২,০০০ টাকা হলেও প্রত্যেক বিঘায় ১২,০০০ টাকা করে ব্যয় হয়।
[ঢা. বো. '১৯]

(ক) খাজনা কী?

(খ) "ভূমি উৎপাদনের একটি অস্থিতিস্থাপক উপাদান"- ব্যাখ্যা দাও।

(গ) উদ্দীপকের সাহায্যে জামিল শেখের অনুপার্জিত আয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দীপকের আম বাগান থেকে প্রাপ্ত আয় কোন খাজনা তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করো : [চ. বো. '১৯]

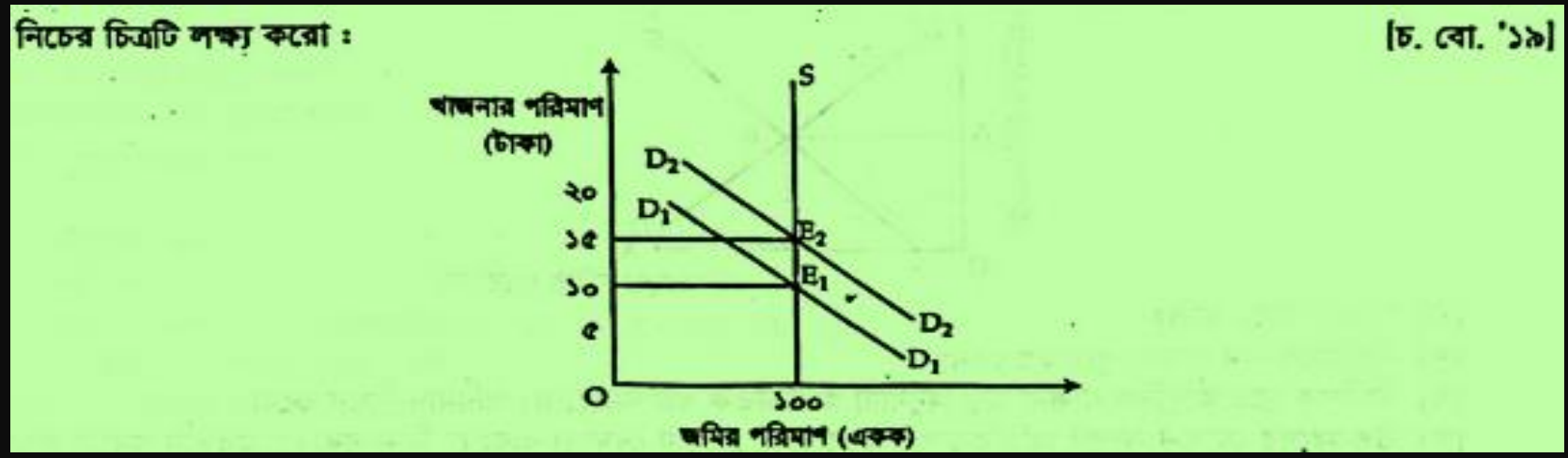

(ক) নিট খাজনা কী?

(খ) খাজনা কেন দেওয়া হয়? ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার কোন তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) জমির চাহিদা D,D_1 থেকে D_2D_2-তে বৃদ্ধি পেলে খাজনার ওপর কী প্রভাব পড়বে তার বিশদ ব্যাখ্যা করো

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নান্টু মিঞা একজন কৃষক। তিনি অন্যের জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করেন। তিনি জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য ৩,০০০ টাকা, জমিতে নিয়োগকৃত শ্রমিকের মজুরি ১,৫০০ টাকা, বিনিয়োগকৃত মূলধনের সুদ বাবদ ১,২০০ টাকা এবং ঝুঁকি বহনের জন্য ২,০০০ টাকা দেন। তিনি দৈনিক ৬০০ টাকা হারে ট্রাক্টর ভাড়া করে জমি চাষ করেন। তার দেখাদেখি অন্যরাও ট্রাক্টর ভাড়া করে জমি চাষ আরম্ভ করে। ফলে ট্রাক্টর ভাড়া বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৫০ টাকা।[রা. বো. '১৯]

(ক) নিট খাজনা কী?

(খ) জনসংখ্যার বৃদ্ধি কীভাবে অনুপার্জিত আয়ের সৃষ্টি করবে?

(গ) উদ্দীপক হতে মোট খাজনা নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত খাজনাসমূহের উৎপত্তির কারণ কি এক? তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো।

THANK YOU